Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ জুলাই, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৮ জুলাই, ২০২৪, সোমবার, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১

জননেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে তাঁর ১১০তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রদ্ধায় পালিত কালনার শহিদ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই : প্রতিটি মানুষের অধিকারের আদায়ের লড়াইয়ে আমাদের জড়িত থাকতে হবে। লড়াই আন্দোলনে থাকলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কে বন্ধু কে শত্রু চিনে নেবে। তাই মানুষের লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে বিগত লোকসভা নির্বাচনে আমরা সাফল্য না পেলেও আগামীতে আমাদের সাফল্য আসবেই। এদিন কালনা স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত শহিদ দিবসের স্মরণ সভায় বলেন সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। এই সভা পরিচালনা করেন সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জী। স্মরণসভা শুরুর আগে পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদিতে মাল্যদান করে কালনার ৫২ জন শহিদকে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেত্রী অঞ্জু কর, সুকান্ত কোঙার, অরিন্দম কোঙার, সুকুল শিকদার সহ শহিদ পরিবার পরিজন ও বিভিন্ন বাম গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তিনি আরো বলেন —আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ আজ দুর্দশায়। বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে। পাট্টা ও বর্গা রেকর্ড সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানি খাওয়ার মতো অনৈতিক কাজ এ রাজ্যে কারো অজানা নেই। তাই মানুষকে নিয়ে এসবের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই আন্দোলন করতে হবে।

১৯৭১ সালের ২ জুলাই রাত্রিবেলা কালনা স্টেশনে কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনীর হাতে শহিদ হন সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী। তার আগে ও পরে শহিদ হন আরো ৫১ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। এই ৫২ জন শহিদকে স্মরণ করতে প্রতি বছর ২ জুলাই কালনা ও পূর্বস্থলীর মানুষ শহিদ দিবস হিসাবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে। কালনার চকবাজারে অবস্থিত শহিদ মহাদেব ব্যানার্জীর আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে মহাদেব ব্যানার্জীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ। শেষে বক্তব্য রাখেন অরিন্দম কোঙার।

চিকিৎসক দিবসে শিবশঙ্কর সেবা সদনে ডাঃ অশোক দণ্ডপাট-কে সম্মাননা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জুলাই : শহীদ শিবশংকর চৌধুরী সেবা সমিতির উদ্যোগে পালিত হলো 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস'। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন ১ জুলাই, তাই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দিন 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' উদ্‌যাপিত হবে। এবছের থিম 'হিলিং হ্যান্ডস, কেয়ারিং হার্টস'। এই বিষয় নিয়ে ডেপুটি সি.এম.ও.এইচ ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, পাশাপাশি আক্রান্ত ডাক্তারদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানান।

এদিন সেবাসমিতির পক্ষ থেকে ডাঃ অশোক দণ্ডপাটকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয় এবং মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। আপ্লুত ডাঃ অশোক দণ্ডপাটও বক্তব্য রাখেন। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্য ডাক্তারদের হাতেও পুষ্পস্তবক সহ উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বরদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী সেবাসমিতিকে ২৫ হাজার টাকা দান করেন। ডাঃ বটব্যাল ফকিরচন্দ্র রায় গ্রন্থাগারের সভাপতি ও সম্পাদকের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন লাইব্রেরির উন্নয়নের জন্য। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল। সঞ্চালনা করেন সুস্বরণ প্রামাণিক। এদিন ডাঃ সুবোধ ভট্টাচার্য, ডাঃ স্বপন বণিক, ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, ডাঃ নিতাই প্রামাণিক, ডাঃ কমলেশ দাস, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ সুধাকর মণ্ডল, ডাঃ দেবব্রত রায় প্রমুখ-কে সম্মান জানানো হয়।

শহিদ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১লা জুলাই : ৫২ জন শহিদ স্মরণে এদিন কালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে চকবাজারে পার্টি দপ্তরের নিচে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ধ্রুবজ্যোতি সাহা। উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা অয়ণাংশু সরকার সহ গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। এই শিবিরে ৬৫ জন রক্তদান করে যার মধ্যে ১২ জন মহিলা। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী নৃশংসভাবে শহিদ হন কংগ্রেসের ঘাতক বাহিনীর হাতে। এই ঘটনার আগে ও পরে খুন হন কালনার আরো ৫১ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। তাঁদের স্মরণেই এই রক্তদান শিবির।

পরিবেশের জন্য রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৫ জুলাই : পরিবেশকে বাঁচানোর ভাবনা থেকে রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আম্রবৃক্ষ শিশু। পূর্ব বর্ধমান 'মাইক লাইট জেনারেটর ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পাটুলি কিষান মান্ডি চত্বরে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একজন মহিলা সহ ৩৬ জন রক্তদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক জীবন চন্দ্র নাথ, ১১৫ বারের রক্তদাতা সুধীর সাহা, জয়দেব দত্ত, সৌমিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ।

তাঁতশিল্পী আত্মঘাতী নশরতপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ জুলাই : হস্তচালিত তাঁত শিল্প বেহাল, অভাবের তাড়নায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন তাঁতশিল্পী রাজীব বসাক (৩৫)। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোনারমাঠ গ্রামে। মৃতের নিকট আত্মীয়রা জানান, তাঁতের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় অভাবের মধ্যে পড়ে রাজীব। অভাব থেকে দাম্পত্য কলহ শুরু হলে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। ১ জুলাই রাতে নিজের ঘরেই রাজীব গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে। পরদিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। স্ত্রী এক মেয়ে এবং বৃদ্ধ বাবা রয়েছেন তাঁর। উল্লেখ্য কালনা মহকুমায় ষাট হাজার মানুষ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই শিল্পে মন্দা নেমে আসায় বহু তাঁতশিল্পী কাজ হারান। বিরাট প্রভাব পরে কালনা মহকুমার কালনা শহর, ধাত্রীগ্রাম, কাদিপাড়া, পূর্বস্থলীর নশরতপুর, সমুদ্রগড়, মাজিদা, শ্রীরামপুরের মতো তাঁতশিল্প নিবিড় এলাকাগুলিতে। জীবন জীবিকার টানে এখানকার তাঁত মালিকরা নিজেরাই শ্রমিক হয়ে গিয়ে তাঁতে বসে যান। কিন্তু কাপড় হাটগুলোতে তাঁত কাপড়ের খরিদ্দার না থাকায় ১২ শো টাকা মূল্যের কাপড়ের দাম নেমে আসে মাত্র সাড়ে চারশো টাকায়। ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁত শিল্পীরা। তাঁতিদের মৃত্যুমিছিল বাড়ছে, প্রশাসন নির্বিকার।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবি বিজ্ঞান মঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৫ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও তার উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে ও গলসীর খেতুরা গ্রামের ভিং কুমার দাসের খুনির শাস্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গলসী বাজার ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও খেতুরা গ্রামের দাসপাড়ায় পথসভা সংগঠিত করে। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ রাজ্য কমিটির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী ও জেলা কমিটির সদস্য ও গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক তরুণ কুমার গাঙ্গুলী। তাঁরা জানান যে হাথরাসের দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং ভিং

—এরপর চারের পাতায়

গুসকরায় নর্দমার জলে নষ্ট হচ্ছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি

জলেশ্বর পাত্র, গুসকরা : গুসকরা শহরের বাজার সংলগ্ন এলাকার বেশিরভাগ অংশের নর্দমার নিকাশি জল গিয়ে পড়ছে চাষের জমিতে। দীর্ঘদিন হচ্ছে না কোন চাষ, দুর্গন্ধে ভরে যাচ্ছে এলাকা, হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। রোগ বালাই নিয়ে দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বামফ্রন্ট আমলে সিপিআই(এম) পরিচালিত পৌর বোর্ড এই নোংরা জল যাতে শান্তিপুরের নীচু এলাকা পেরিয়ে দূরে কাঁদরে পড়ে সে কাজ শুরু করেছিলেন। ক্ষমতা চলে যাওয়ায় সেই কাজ এখনো থমকে পড়ে আছে।

শহরের ৬, ৭, এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষিজীবী মানুষদের প্রায় ১০০ বিঘের বেশি কৃষি জমিতে ওই নোংরা জল গিয়ে পড়ার জন্য চাষাবাদ বন্ধ হয়ে পতিত হয়ে পড়ে আছে ওই জমি। এই জমিতে একটা সময় বোরো ধানের চাষ, ভেন্ডি, করলা, শস্য প্রভৃতি নানাবিধ সবজি ফসল লাগিয়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা এখন দিশেহারা, অসহায়।

আগে শহরের লোক সংখ্যা কম ছিল, নোংরা জলের পরিমাণ কম ছিল। এখন জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাদের বাড়ির বিপুল পরিমাণের নোংরা জল বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে মাঠে নামছে এবং রোগবালাইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কৃষক নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর রজত সরকার জানাচ্ছেন—১০০ বিঘের উপর জমিতে সারাবছর নোংরা জল জমে থাকায় শুধু

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৪

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

লেখা মেইল-তে লেখা পাঠান ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে।

sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

৮ জুলাই, ২০২৪

জেসিবি

এতদিন জানা ছিল জে সি বামফোর্ডের নামাঙ্কিত মাটি কাটা, দেওয়াল ভাঙা, আবর্জনা সাফাই ইত্যাদি ভারি কাজের এক আসুরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনের নাম 'জেসিবি'। এখন জানা গেল, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার জনৈক তাজিমুল ইসলামের নাম 'জেসিবি'। শাসক দলের আশ্রিত এই দুষ্কৃতীর নাম 'জেসিবি' সম্ভবত তাঁর বিরোধী নির্মূল করার বিপুল ক্ষমতাসূত্রে প্রাপ্ত। সম্প্রতি তিনি সংবাদ শিরোনামে, কারণ এক ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত দু'জন প্রাপ্তবয়স্ককে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করে তিনি সবক শেখাচ্ছেন, তাও প্রকাশ্যে, বহু ডজন চোখের সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই বাহুবলীর তালিবানি শাসনের প্রতিবাদ করেনি, কারণ ওই এলাকায় শাসকের আইনেই বিচার চলে। সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে ঘটনাটি নিয়ে আলোড়ন হলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ তাজিমুল গ্রেপ্তার করে। এতদিন পর এস.পি. জবি টমাস জানান, তাজিমুলের নামে কেসের সংখ্যা ১২, যার মধ্যে একটি খুনের চেষ্টার। গতবছর পঞ্চায়েত ভোটে সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করতে যাবার পথে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় মনসুর আলির—সেই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত এই জেসিবি।

জেসিবির বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সত্ত্বেও তাকে পুলিশ ধরেনি, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রাজ্যে পুলিশ দুষ্কৃতীদের রক্ষাকর্তা। জেসিবি কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়। অল্প কয়েকদিনেই জানা গেছে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদ খালেক ও তার গুণধর ভাই আব্দুলের কথা, চকদিঘীর আজাদ রহমানের কথা। নাম আলাদা, স্থান আলাদা কিন্তু একই বন্ধনীতে এদের নাম, কারণ এরা সবাই শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা সেইসব মাতব্বর যারা গ্রাম বাংলায় সালিশি সভার নামে খাপ পঞ্চায়েত চালায়। দাম্পত্য কলহ থেকে গ্রাম্য বিবাদ সবেরই বিচার হয় সেই ক্যাঙ্গারু কোর্টে। দেশের আইন সেখানে খাটে না, দলীয় মনসবদারের কথাই শেষ কথা। তা যদি না হবে, চকদিঘীর বসির এবং তার মা-বাবা জেলা আদালতে মামলা চলছে বলে সালিশি সভায় অনুপস্থিত হলে গুণ্ডারা বাড়ি বয়ে এসে তাদের ওপর তাণ্ডব চালাত না।

এমন নয় যে, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি পঞ্চায়েত বা গ্রামস্তরে বসে মেটানোয় মানা আছে। বস্তুত মুরগি চুরি, গরুর ধান খাওয়া নিয়ে ঝট করতেই সবাই আদালতমুখী হলে সমাজের ভিতটাই ধসে পড়বে। কিন্তু সমস্যা হলো, তৃণমূল জমানায় অধিকাংশ সময়ই তথাকথিত সালিশি সভার একমাত্র লক্ষ্য প্রহার ও ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে টাকা তোলা। অর্থাৎ বিচারের নামে তোলাবাজি এবং এটা সম্ভব হচ্ছে শাসকের প্রশ্রয়ে। এর বড় প্রমাণ জেসিবির পক্ষ নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক মেয়েটিকে 'পাপী' 'পশু' ইত্যাদি বলে অত্যাচারের ঘটনাটিকে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। জেসিবি-র দাপটে চোপড়ায় এমনই ত্রাসের রাজত্ব যে প্রাণে বাঁচতে স্বয়ং নির্যাতিতা অত্যাচারের ঘটনা কেন ভিডিও করে বাইরে ছাড়া হলো সে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পেশি শক্তির চেয়ে নৈতিক শক্তির জোর অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে/যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।' সমাজের স্বার্থে, নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষকেই তাই জেসিবি-দের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে হবে।

মানবিক আবেদন

আমার কন্যা সহেলী (১৪) নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বছর দেড়েক আগে সহেলীর বাম চোখে টিউমার ধরা পড়ে এবং ব্যাঙ্গালুরু থেকে অপারেশন করে ঠিক হয়। দু-তিন সপ্তাহ আগে নতুন করে বাম চোখে আবার টিউমার উপসর্গ দেখা যেতে শুরু করে। এবারে তা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করতে থাকে। ব্যাঙ্গালুরুর ওই চিকিৎসকের সাথে পরিবার যোগাযোগ করলে সহেলীকে ব্যাঙ্গালুরু নিয়ে যেতে বলেন। কয়েকদিন আগে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক পুরোপুরি সমাধানের নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। এমতাবস্থায় তারা ব্যাঙ্গালুরুর মণিপাল হসপিটালে নিয়ে গেলে শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেখানকার চিকিৎসকরা রোগ সম্পূর্ণ নির্মূলের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তাতে প্রায় বারো-তেরো ঘণ্টার অপারেশন বাবদ খরচ আট লক্ষ টাকার কাছাকাছি বলে জানান। এই অর্থ আমার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। ক্লাব ব্যান্ডে ক্যাসিও বাজানোর কাজ করে আমি জীবিকা নির্বাহ করি।

এমতাবস্থায় একমাত্র কন্যার চিকিৎসার বিষয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় আছি। জানি টাকার পরিমাণটা অনেক। তবুও সমাজের সচেতন ও সহৃদয় কয়েকজন ব্যক্তি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে নবম শ্রেণিতে পাঠরতা আমার একমাত্র কন্যাকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন মোবাইল নং : 8967363059 ব্যাংক নাম—ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নবদ্বীপ শাখা। অ্যাকাউন্ট নম্বর : 390410110001809, আই.এফ.এস.সি কোড BKID0003904, গুগল পে—434809380।

সন্দীপ গুঁই

নবদ্বীপ পৌরসভা, ১৭ নং ওয়ার্ড, চারিপাড়া বাজার রোড, নদীয়া

অধ্যাপক অধীর রায়কে মনে রাখিনি

পঙ্কজ পাঠক

মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শোক মিছিলে হাঁটছেন কিছু অসীম সাহসী মানুষ এমন বিরল দৃশ্য সামনাসামনি বালক বয়সে দেখেছি। মিছিলে হেঁটে আনন্দ-আহ্লাদ-মন রাখা-খুশি করা-সমর্থক সাজা দেখেছি অনেক, সেইসব মিছিল ভুলতেও সময় লাগেনি। কিন্তু পঞ্চাশ বছরেরও আগে সংগঠিত হওয়া ওই মিছিল স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

জেলার কমিউনিস্ট নেতা মহাদেব ব্যানার্জীকে আমি দুবার কাছ থেকে দেখেছি, একবার একটি মিছিলের অগ্রভাগে হাঁটছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিলেন, চোখে চশমা ছিল। আর একবার বাড়ির কাছের অঘোরনাথ পার্কে একটি সভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখেছি। হরেকৃষ্ণ কোঙার ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খুব ছোট ছিলাম কিন্তু মনে আছে।

বড় হয়ে মহাদেব ব্যানার্জী সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব এবং একজন ভদ্রলোক। গত শতকের ৭০-এর দশকটা ছিল ভয়াবহ সন্ত্রাসের সময়। আমাদের পাড়ার নাড়ুদা (লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েক) বেলা দশটা নাগাদ অঘোরনাথ পার্কে খুন হয়ে গেলেন। তখন মানুষ খুন হতো আর শহরে কারফিউ জারি হতো।

আমার বাবা ডেইলি প্যাসেঞ্জার ছিলেন, রেলে চাকরি করতেন। কালনা থেকে গিয়ে হাওড়ায় অফিস করতেন। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই রাতে ফিরে বললেন, মহাদেব ব্যানার্জী খুন হয়ে গেলেন। শহর নিঝুম হয়ে গেল, বাড়ির সকলের চোখেমুখে ভয়। পরে শুনেছিলাম পার্টির কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন, কোন ট্রেনে তিনি ফিরছেন তা ঘাতকদের খবর দিয়েছিল কেউ। ঘাতকরা স্টেশনে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল খুন করবে বলে। ট্রেন থেকে নামার পর তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়েন, সেখানে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে, কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বাবার মুখে শুনেছি চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখার পর স্টেশন মাস্টারের মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়েছিল। পরের দিন মহাদেব ব্যানার্জীর মরদেহ নিয়ে যাবে তাই রাস্তার দু'ধারে অনেক মানুষ দাঁড়িয়েছিল। আমি রাস্তার ধারের একটি নার্সিংহোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, একটি লরিতে মহাদেব ব্যানার্জীর মরদেহ শায়িত, শরীরের ওপর ঢাকা কাগড়টা লাল, কেউ কেউ বলছিল রক্তে ভেজা তাই অমন লাল।

লরির পিছনে একজন দীর্ঘকায় মানুষ শ্লোগান দিচ্ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিলেন সাকুল্যে জনা গঁচিশ-ত্রিশ যুবক। বড়রা বলছিল, যে দীর্ঘকায় মানুষটি শ্লোগান দিচ্ছেন, উনি অধ্যাপক অধীর রায়। কালনা কলেজের কমার্সের শিক্ষক। এরপর সন্ত্রাস বাড়তে থাকায় অধীরবাবু কালনা থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে আত্মগোপন করেন ও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

অধ্যাপক অধীর রায়কে আমরা মনে রাখিনি। খুন হয়ে যেতে পারেন, চাকরি ছাড়তে হবে জেনেও একজন কমিউনিস্ট অধ্যাপক শোক মিছিলের নেতৃত্ব দিতে দিতে চলেছেন। এখন টিভির পর্দায় দেখা যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন, প্যালেস্তাইনের মতো দেশগুলির অকুতোভয় মানুষরা এইরকম মিছিল করছে। মিছিল জীবনে কম দেখিনি। কম হাঁটিনি, কিন্তু সেসব তো ক্ষমতার পরিসরে থেকে। ড্রয়িংরুমে বসে লিকার চা সহযোগে কত কী করার গালগল্প শুনে শুনে তিন দশক ধরে ক্লান্ত হয়েছি, মনে মনে হেসেছি। এই আত্মম্ভরিতাই তথাকথিত প্রগতিশীলদের অবসর বিনোদনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু অধ্যাপক অধীর রায় আর তাঁর সঙ্গীদের সেই মিছিল মনে এলে ভরসা জাগে। এঁরা তখন ছিলেন বলেই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ ছিল। কমিউনিস্টরা তো সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই উঁচু-নিচু উপত্যকা পার হয়। সময়টা বড় যন্ত্রণার, তবু সংঘর্ষ এড়িয়ে চলি, সুখী গৃহকোণেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে কত কী পেয়েছি, আরও কত কী পাবো তার হিসেব কষি।

শূন্যতা কাটানোর প্রসঙ্গে

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

আবার শূন্যে পৌঁছে মনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে কথা বলার উদ্দীপনাটুকু আনা যাচ্ছে না, লেখা তো দূর অস্ত। মানুষের সামনে ভরসার হাত এগিয়ে দিয়ে সহমর্মিতা জানানোর বড় অভাব। অন্যের অনুভবের সাথে নিজেকে একাত্ম করে তোলার সংস্কৃতি হল মানুষের শক্তি। শূন্যতা কাটানোর কোন সোজাসাপটা টোটকা হতে পারে না। ধর তক্তা মার পেরেকে কিছু হবে না—এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'আমিত্ব ভরা' মনোভাব থেকে না বেরোলে কর্মীরা এগোতে উৎসাহ পাবে না। আর কর্মীদের উদ্দীপিত করার শক্তি অর্জন না করলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ বাড়বে না। আগে প্রকাশ্যে পাশে থাকা প্রত্যেক কর্মীকে যত্ন নেওয়া, তাদের পারিবারিক বিপদে পাশে থাকা, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া, পরস্পরকে সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ঘাটতিগুলো আছে সেটা পূরণ করায় দ্রুত যত্নবান হতেই হবে, নাহলে কোন লাভ নেই। 'আমার লোক ওর লোক বদভ্যাস থাকলে তা থেকে মুক্ত হয়ে মাঠে নামা জরুরি। নিজেদের সাথে, মিছিলে থাকা মানুষদের সাথে উদাসীন ব্যবহারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে। কর্মীদের মন জেতার কাজটা শেষ না করে মানুষের মন জয়ের আশা বৃথা।

শহুরে এলিটদের নিয়ে মাতামাতি করে তো অনেক দিন গেল, এবারে ওই পথ ছেড়ে শ্রেণিবন্ধুদের জীবনের পরিবর্তনের জন্যে লড়াইটা জোরদার করা হোক। পোশাকের বা চেহারায় ঔজ্জ্বল্যহীনদের জন্যে লড়াইটা ওদের নিজেদের প্রতিনিধিরাই করুক। পা চাটাদের মাথায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চাটিচাটাদের দিকে আঙুল তোলাটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না—এটা অনুভবে আসাটাও জরুরি।

টেলিভিশন চ্যানেলে যাওয়া সবার আগে ঘোষণা করে বন্ধ করা দরকার। যারা হেরোদের প্রতিনিধি সেজে ওখানে বসেন, তাদের বসার অনুমতি দেওয়া হয় কেন সেটা তো ভাববার সময় এসেছে। যে সংবাদমাধ্যম আস্ত একজন মুখ্যমন্ত্রীকে পকেটে ঢুকিয়ে নিতে পারে, তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আরো বেশি সতর্ক ও যত্নবান হওয়ার দরকার বইকি। শহর কেন্দ্রিক, শহুরে মানুষ কেন্দ্রিক, প্রভাবশালীর পিছনে ঘোরা ললিপপ বাবুদের নিয়ে মাতামাতি কমানোর সময় এসেছে।

কেন পতন তার আন্দাজ ও বিশ্লেষণ মানুষের ভিড়ে মিশেই খুঁজতে হবে। সাধারণ, মাঠে ময়দানে থাকা মানুষের সাথে মিশে, হাটে-বাজারে মানুষের মধ্যে মিশে, ট্রেনে বাসে টোটোয় চেপে রাস্তায়, চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, বিপদে পাশে থেকে, হাসপাতালের বেডের পাশে পৌঁছে, লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখা, লাইন দিয়ে হাসপাতালে দেখানো, রেশনের লাইনে থাকলে (পাশ যোগাড় করে/লাইন ম্যানেজ করে আগে গিয়ে চামচার কাছে হিরো হওয়া যায়, দলের সর্বনাশের বাকি থাকে না) মানুষের মনের কথা শোনার সুযোগ আসে। সব থেকে সম্ভাবনাময় আসনে রাজা নিজেকে জেতাতে ছুটলে বাকিটা সামলাবে কে! সংসদীয় ঝোঁক একটা অংশের মধ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে, শুধু বক্তৃতায় আর লেখায় বললে তো সমস্যার সমাধান করা যাবে না—নিজেকে দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে।

নেতাই বলবে, নেতাই লিখবে, তাহলে বুদ্ধিজীবীরা, শুধুমাত্র পড়াশোনাতে যুক্ত থাকা উচ্চ মেধার মানুষদের কাজে লাগাবেন কোথায় সেটা ভাবতে হবে। নেতা পতাকা পিছনে রেখে মিছিলের সামনে হাঁটবে, নেতার অপছন্দের হলে কাজ না দিয়ে সরিয়ে রাখবে এই দুঃসময়েও—আর জনগণের ভরসা ফিরে আসবে এটা হতে পারে না। আগে ছোট-বড় লড়াই করে টিকে থাকা দলের মানুষগুলোর ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে তো। শুধু নীচু তলার ক্যাডারদের জামা ছিড়লে হবে না, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন সভাধিপতিরা, প্রাক্তন-বর্তমান দলের মাথাদের লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা দরকার। অন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে দিয়ে নিজে চালাকের মত বাঁচতে গেলে অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। নেতার জানকবুল বক্তৃতা না, নেতার জানকবুল লড়াই দেখে আশ্বস্ত হবে নীচুতলা। একটা অংশ দিশাহারা হয়ে হাত পা ছুড়ে চলেছে। এত অস্থির হবার কি আছে পরিষ্কার না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের সমস্ত কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওটাই তো টার্গেট ছিল এক সময়।

মানুষ ঝুঁকি নেবে, মানুষ এগিয়ে আসবে, মানুষই জবাব দেবে, মানুষ তার নিজের হিসাব ঠিক বুঝে নেবে, এই কথাগুলো ফেসবুকে লাইভে বসে বক্তৃতা করে, বড় জনসভায় মাইকের সামনে হাজার বার বলে গেলেও, নাটকীয় ভাবে ভাষণ দিলেও মানুষ খাবে না। কেউ যদি বলে সবই যদি মানুষ করে দেবে, তোমরা কি আঙুল চুষবা, আর স্বপ্ন দেখবা—আবার কবে সেই সুদিন আসবে! সবকিছু অত সস্তা, হাতের মোয়া, এই ভাবনাটা যত নষ্টের মূল।

প্রতি সন্ধ্যায় টিভি ক্যামেরার সামনে ডায়লগ দিয়ে, ফেসবুকে পোস্ট করে বা কেন্দ্রীয় অফিসে মুখ দেখিয়ে দল মজবুত হয় না, হয়নি, হবেও না। একই লোক সব জায়গায় না গেলেই যদি না চলে, বুঝতে হবে পতন আসবেই। এসেছেও। তেলবাজদের মাথায় তুলে আনার পথে চলে মানুষের আস্থা অর্জন সহজ হবে না, এলাকায় এলাকায় গর্বাচভ তৈরি হবে বড় জোর। মাটির সাথে যারা চলেন তারা আগেই টের পেয়েছিলেন কি হতে চলেছে। চটকে মজে থাকলে খাঁটি সোনা চেনার অভ্যাসটা নষ্ট তো হবেই। অন্যকে যুক্ত করে কাজ করার বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি না আনতে পারলে এগোনা যাবে না মানুষের কাছে। অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলোকে সরিয়ে রাখার হিম্মত আনতেই হবে।

পৌর পরিষেবায় শুধুই কি হকাররাই ভিলেন (প্রসঙ্গ হকার উচ্ছেদ)

দীপঙ্কর দে

দৃশ্য-১ : ১৭ বছর ধরে দোকান করছি। ফুটবল সেলাইয়ের দোকান। হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই মাতব্বরের মতো জেসিবি দিয়ে চালাটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিল। যেন আমার বুকের পাঁজরটা ভেঙে গেলো। দুটো বাচ্চা সহ বৃদ্ধ মা বৌ নিয়ে চার জনের পেট। বলতে বলতে চোখে জল কানাই দাসের। হাউমাউ করে কাঁদছে আর বলছে এরপর কী হবে, এরপর কী হবে।

দৃশ্য-২ : বিগ বাজার চত্বর—পুলিশ আধিকারিক, মহকুমা শাসক (উত্তর), পৌরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চলছে বুলডোজার রাজ। একের পর এক দোকান ভাঙছে। বুলডোজারের সামনে হকার ভাইদের বিক্ষোভ। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। পৌরসভার চেয়ারম্যান দূর হটো স্লোগান।

দৃশ্য-৩ : ভোট নিয়ে মমতা ব্যানার্জী পেটে লাথি মারলেন। সরকার ১০০০ টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেয় বলে মমতা ব্যানার্জী যা খুশি করতে পারেন। রাগে গজগজ করতে করতে মহিলা হকার ঝর্ণা সরকার বললো উনি বাজে মহিলা। সাথে আরও গালমন্দ (সূত্র মিডিয়া)

দৃশ্য-৪ : ভাঙা দোকানের সামনে জটলা। বলাবলি করছে, বুলডোজার উত্তরপ্রদেশে ভোটে যোগী রাজ খতম করেছে। এইভাবে দিদি বুলডোজার চালিয়ে গেলে আর মমতাকে ভোট নয়।

ভয়ে ভক্তি : ক্যামেরার সামনে মমতা ব্যানার্জীকে গালমন্দ করার ঠিক পরের দিনই আবার সেই ক্যামেরার সামনেই মহিলা হকার ঝর্ণা সরকার চাইলেন ক্ষমা। প্রশ্ন অনেক—সত্যিই ভক্তি না শাসকের রাতের শাসানি। এযেন সেই চোপড়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চোপড়ার তৃণমূল নেতা তাজিমুল ওরফে জেসিবি দিনের আলোয় সালিশি সভায় লাঠি দিয়ে বেদম পেটায় এক পুরুষ ও মহিলাকে। ঠিক পরের দিনই সেই মহিলা জেসিবি নিয়ে চুপ অথচ সত্য ঘটনাকে সামনে আনা ছেলেটির বিরুদ্ধে ঠুকল মামলা আর সাথে উপরি পাওনা ছমকি, বাড়ি ভাঙচুর। আর বর্ধমানের জেসিবি যন্ত্র-দানবের তাণ্ডবকে ম্যানেজ দিতে শাসক তৃণমূল চোরাগোপ্তা কৌশল নিয়ে চলেছে। কোথাও ১৫ দিন, কোথাও ১ মাস, কোথাও ২ মাস অপেক্ষা করো ঠিক হয়ে যাবে। আসলে ওরা চায় রফা—ফেলো কড়ি।

ওপেন সিক্রেট : সবাই দেখে সবাই জানে, আড়ালে-আবডালে আবার কখনও সামনেই বলে ফেলে। গোপন আর কিছু নেই। বি সি রোডের ফলের দোকানের ডালার সব চাইতে বড় লাল আপেলটা ফোকটেয় শাসক তৃণমূল নেতার ব্যাগে ঢোকে। মাসোহারা কারা নেয়। টাকার হাত বদল কারা করে। সব জেনেই ক্যামেরার সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন টাকা নেবেন না, তোলাবাজি নয়, চাঁদা নয়। সাধু সাজার চেষ্টা। মানে একা নয় ভাগাভাগি করুন।

গোড়ার কথা : এবার আসি গোড়ার কথায়। সত্যিই কি মমতা ব্যানার্জী হকার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। তাহলে কেনো প্রায় ১০ বছর ধরে তৈরি হওয়া 'দি স্ট্রিট ভেন্ডরস এক্ট (প্রটেকশন অফ লাইভলিহুড এন্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং) ২০১৪'-কে রাজ্যে কার্যকরী করলেন না। এই আইন কার্যকরী হলে হকাররা যেমন কিছুটা উপকৃত হতে পারত আবার তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষও উপকৃত হতেন। ২০১১ তে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা ব্যানার্জীর সরকার তৈরি হওয়ার পর হকারদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও নির্দিষ্ট কোনও সদর্থক কাজ হয়নি।

পৌর পরিষেবার বিঘ্ন-দায়ী শুধুই হকার : জেলার সদর শহর বর্ধমান পৌরসভা সহ অন্যান্য পৌর এলাকায় জনগণের হাঁটাচলা, যানজটের জন্য একমাত্র হকারকেই ভিলেন বানানো হচ্ছে। শহরের মানুষের পানীয় জল, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, বৃষ্টির জমা জল, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, গাছ কাটা, পুকুর-নয়নজুলি বোজানো—এসব সমস্যা জাহান্নামে যাক। গরিব হকারদের বহু কষ্টে জীবিকা অর্জনের জন্য যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেটাই আগে দেখতে হবে। হকারদের জন্য শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আসলে কি জানেন সব সমস্যার সমাধানের বীজ সেই সমস্যার গভীরে লুকিয়ে থাকে। আর এই সমস্যার সমাধান এই কেন্দ্রীয় আইন—যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

আইনে কী আছে—

১) হকারি পেশাকে আইনি স্বীকৃতি।

২) এই আইনে আছে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ হকার প্রতিনিধি নিয়ে পৌর এলাকায় টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করতে হবে। সেই টাউন ভেন্ডিং কমিটি হকারদের মধ্যে সার্ভে করে তাদের লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট অফ ভেন্ডিং দেবে। দেবে সচিত্র পরিচয় পত্র।

৩) এই কমিটি ঠিক করবে ভেন্ডিং জোন, ভেন্ডিং টাইম।

৪) হকারদের কাজের জায়গাতে পানীয় জল, আলো, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা। এর বিনিময়ে হকারদের কিছু অর্থ দিতে হবে।

৫) আইনে আছে জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ হকারকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

৬) শুধুমাত্র জনস্বার্থে এবং সমাজের বৃহত্তম প্রয়োজনে হকারকে সরানো যেতে পারে। তবে সকলের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ মাসের আগাম বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কাজ করা যাবে। হকারদের কোন মাল প্রশাসন কখনও বাজেয়াপ্ত করলে তা হকারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দিয়ে দিতে হবে।

তাই অহেতুক হকারদের একবগ্গা ভিলেন বানানো মমতা ব্যানার্জীকে বন্ধ করতে হবে। শহরের নাগরিকদের হকারদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবেননা। সস্তার জনপ্রিয়তার জন্য মানুষের সাথে মানুষের বিরোধ, জাত-পাত, বাঙালি-অবাঙালি, ঘরের লোক—বাইরের লোক বলে আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকাই সবার জন্য মঙ্গলের। না হলে সেই আগুনে আমাদের সবাইকে একদিন পুড়তে হবে।

সামাজিক লড়াই-উত্তরণের পথ :

আজ মমতা ব্যানার্জীর সরকার হকারদের জীবন জীবিকার উপর যে অমানবিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে—আমাদের সকলকে এর মোকাবিলা করতেই হবে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন (সিআইটিইউ) সহ বিভিন্ন ফেডারেশন, বাম রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ কর্মসূচি সংঘটিত করছে। তাই বর্ধমান শহরের সকল হকার বন্ধুদের কাছে আবেদন, আসুন সাধারণ মানুষের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে, সুষ্ঠু বিক্রেতা-ক্রেতা সম্পর্ক বজায় রেখে, শহরের নাগরিক পরিষেবাকে বিঘ্ন না ঘটিয়ে রুটি-রুজি বাঁচানোর শান্তিপূর্ণ লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হই।

হকার উচ্ছেদের বুলডোজার নীতি

নজরুল ইসলাম

কেন্দ্রে বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল উভয় সরকারই ভোটে জেতার পর গায়ের জোরে কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে অমানবিকভাবে নির্বিচারে রেল হকার ও স্ট্রিট হকারদের ওপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। বর্ষার সময় কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র ও গৃহসামগ্রী লুটপাট বা নষ্ট করা হচ্ছে। আমাদের শহরসহ গোটা রাজ্যের হাজার হাজার হকার এবং বস্তিবাসী নিজের কাজের জায়গা থেকে এবং উৎখাত অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছে।

হকারি পেশা কোনো নতুন পেশা নয়। গৌতম বুদ্ধের সময় জাতকের গল্পে আমরা ফেরিওয়ালাদের উল্লেখ দেখেছি। অতীতে বোধিসত্ত্বের রাজত্বকালে 'অঙ্গপুর' নামক এক নগরীতে সেরিবা-সেরিবান নামে ফেরিওয়ালাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পেশা বহু পুরনো।

হকারদের জন্ম এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল। অন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে সমস্ত জায়গা থেকে হটে বাধ্য হয়ে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মানুষ হকারি করেন। আমাদের রাজ্যে কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার ফলে অনেকে রাস্তার ধারে জিনিসপত্র নিয়ে হকারি করছে। যে-কোনো হকারকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় অন্য কোনো রোজগারের বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে আপনি কি হকারি করবেন? এক কথায় উত্তর না। ট্রেনে বা রাস্তায় মানুষ হকারি করে বাধ্য হয়ে। রাজ্যের শহরগুলিতে বর্তমানে নগর উন্নয়নের কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে হকারদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে উচ্ছেদ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

'স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট-২০১৪' (প্রটেকশন অফ লাইভলি হুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং অ্যাক্ট-২০১৪) : ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তৎকালীন ইউপিএ-২ সরকারের কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর দারিদ্র বিমোচন মন্ত্রী কুমারী শৈলজা এই আইনটি সংসদে পেশ করেন, একইভাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাজ্য সভায় আইনটি পেশ হয় এবং অনুমোদিত হয়। ৪ মার্চ, ২০১৪ রাষ্ট্রপতি এই আইনটিতে স্বাক্ষর করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় এই আইনটি ১ মে, ২০১৪ থেকে কার্যকর হবে। এই আইনের মূল কথা হলো— (১) উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না। (২) শহরগুলিতে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের ন্যূনতম ৪০ শতাংশ প্রতিনিধি রেখে প্রশাসনিক স্তরে ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করতে হবে এবং হকারদের সমস্যাগুলি নিয়ে ওই কমিটিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ২০১৪ সালের পর কি কেন্দ্র কি রাজ্য দুটো সরকারই এই ধরনের কোনো কমিটি তৈরি করেনি এবং সভাও ডাকেনি। দুই সরকারই হকারদের কোনো মতামত না নিয়ে বুলডোজার চালাচ্ছে। নিকট অতীতে বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে কোনো আলোচনা ছাড়াই বুলডোজার চালিয়ে নির্বিচারে বস্তি ও হকার উচ্ছেদ চালিয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও বিজেপির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে মমতা ব্যানার্জীও বুলডোজার নীতি কার্যকর করছে।

তাই আসুন সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন এই গরিব মানুষগুলো ও তাদের পরিবারের পাশে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা পাশে দাঁড়াই।

'ভিডিও' সাহেবের আইবুড়ো ভাত

বিশেষ প্রতিবেদক : বিডিও সাহেব-কে আইবুড়ো ভাত খাওয়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাঁদরেল নেত্রী। গদগদ বিডিও আশীর্বাদ নিলেন নেত্রীর। তার সঙ্গে ছিলেন আর এক বিতর্কিত তরুণ তুর্কী নেতা। এই ঘটনা কতদূর নীতিসম্মত এবং কতটা রুচিসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনা বেশ মজার। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান-১ ব্লকের বিডিও রজনীশ কুমার যাদব। তরুণ এই আধিকারিক শিগগিরই বাঁধা পড়বেন সাত পাকের বন্ধনে। তাই তড়িঘড়ি অফিস শেষে তার জন্য আয়োজন করা হয় এলাহি ভোজের। ফুল মালা চন্দনে তাঁকে বরণ করা হয়। ছিল শঙ্খধ্বনিও। তবে সেই ধ্বনি বেশ দুর্বল ছিল।

গোটা কর্মকাণ্ড হয়েছে ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদে (বিডিএ)-এর চেয়ারম্যান কাকলী তা গুপ্তের স্নেহের ছায়ায়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার দাপুটে নেতা যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য। এতে বিডিও সাহেবের কোনো সংকোচ ছিল না। জড়তাও ছিল না। কাকলী তা বিডিও রজনীশ কুমার যাদবকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ও দূর্বা ঘাস মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করতেই তরুণ বিডিও সাহেবকে কাকলী তা-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা যায়। বছর তিনেক আগে ২০২১ সালের ১৭ জুন গুসকরায় কোভিড কালে কৃষি মাণ্ডিতে একটি অনুষ্ঠানে আউশগ্রামের তৎকালীন বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল দোদণ্ডপ্রতাপ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। সেই নিয়ে তখন কম জলঘোলা হয়নি।

তবে এখানেও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজনীশ কুমার যাদব ডোন্ট কেয়ার। কুছ পরোয়া নেহি। তিনি মেনুর বিবরণও দিয়েছেন। ভাত, ডাল, মাছের মাথা দিয়ে বাঙালি থালিতে নানা ব্যঞ্জন। তবে তিনি জানান, তাঁর অফিসে নয়, সমিতির পাশের ঘরে এই সেলিব্রেশন হয়। আর কাকলীদেবী মায়ের বয়সী বলেই পায়ে হাত দিয়েছেন।

এদিকে এই নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট ও কিছু ছবি ছড়িয়েছে। তাতে এই আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রকাশ ধরা পড়েছে। এক তৃণমূল কর্মী সেটি পোস্ট করেছেন। সেখানে বিডিও-কে ভিডিও বলে উল্লেখ করেছেন ওই ব্যক্তি। বিরোধীরা একে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। সরকারি অফিসের মধ্যে এই কাজ করা যায় কি না, প্রশ্ন উঠেছে। জেলাশাসক বিষয়টি জানতে বর্ধমান-১ বিডিও-কে একটি চিঠি দিয়েছেন। তবে এটি শোকজ নয়।

বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে আসছে অতিথিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুলাই : বর্ষার জন্য গ্রামবাসীরা তাকিয়ে থাকেন তাদের অতিথিদের আগমনের দিকে। অতিথিরা গ্রামে আসতে শুরু করলেই তারা বুঝে যান যে বর্ষা দোরগোড়ায় এসে গেছে। এবার আমন চাষ শুরু করতে হবে। এরকম ঘটনা ঘটে আসছে অর্ধশত বছর কালনা-১ ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকহার গ্রামে। এই গ্রামের অতিথিরা হল ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি। এরা প্রতি বছর বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে মানিকহার গ্রামে আসে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গ্রামের ভিতর বিভিন্ন গাছ- পালায় বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়। আশপাশের জলাশয়ে চড়ে। মাছ, গুগলি-শামুক এনে বাচ্চাদের খাইয়ে বড় করে তোলে। বর্ষা শেষে গ্রাম ছেড়ে চলেও যায়। বর্ষার আগমনী বার্তা দেয় বলেই এরা কৃষক বন্ধু। ফলে এই পরিযায়ী পাখিরা মানিকহার গ্রামের অতিথি। এই সামখোল জাতীয় পাখির মাংস অতি সুস্বাদু। তাই চোরা শিকারিদের উৎপাতও খুব বেশি। চোরা শিকারিদের হাত থেকে বাঁচাতে গ্রামবাসীরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেউ পাখি মারলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। পরিযায়ী অতিথিদের এই সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পরিযায়ী পাখিরা এই গ্রামে বছর বছর আসে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই অতিথিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করেছে। তবে তাদের বাসা বাঁধার কিছু গাছ কেটে ফেলায় বাসা বাঁধতে একটু অসুবিধা হচ্ছে বৈকি। এই গ্রামের যুবকরা জানান, এবার অতিথিদের সংখ্যা গত বছরের থেকে অনেক বেশি। তাই এদের সুরক্ষায় গ্রামবাসীদের পাশাপাশি সরকারেরও এগিয়ে আসা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

মায়ানমারগামী ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে বর্ধমানের অরুণা বাগ

বিদ্যুৎ ভৌমিক : আসন্ন মায়ানমার সফরের প্রাক্কালে ভারতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলের ২৩ জন খেলোয়াড়ের নামের তালিকা ঘোষণা করেছেন কোচ ছোবা দেবী। এই দলে বাংলার ৪ ফুটবলারের মধ্যে বর্ধমান জেলার আসানসোলের ডিফেন্ডার অরুণা বাগের নাম উঠে এসেছে। দীর্ঘ দিন ভারতীয় মহিলা ফুটবলে খেলা সংগীতা বাসফোর ছাড়াও অরুণা বাগ, ঝাড়গ্রামের মৌসুমী মুর্মু ও নদীয়ার মেয়ে রিম্পা হালদার দলে জায়গা পাকা করে নিয়েছে। গত মরশুমে মৌসুমী মুর্মু ও রিম্পা হালদার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। কোচ ছোবা দেবী জানান, টিম যখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখন দুই বঙ্গতনয়া ইয়ং স্টার মৌসুমী দাস ও অরুণা বাগের ডাক পড়বে।

সূত্র মারফৎ জানা যায় যে, আগামী ৯ ও ১২ জুলাই ইয়াঙ্গনে ভারত মায়ানমারের বিরুদ্ধে দুটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে অংশ নেবে। আরও জানা যায় যে, ফিফা ক্রম তালিকায় মায়ানমারের স্থান ৫৪ ও ভারতের স্থান ৬৭। কলকাতার রাজারহাটে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল ১০ দিনের প্রস্তুতি প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ করল সম্প্রতি।

জাতীয় যোগায় সাফল্য পূর্বস্থলীর পিয়ালীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৪ জুলাই : জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়ে আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিল পিয়ালী দাস। পূর্বস্থলীর ধিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী পিয়ালী দাস যোগা প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতার আসর বসে ২৯-৩০ জুন উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে। ৪ জুলাই সে হরিদ্বার থেকে পূর্বস্থলীতে ফিরে আসে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ জুলাই : রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোনেরডাঙ্গা বাজারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালনা-২ ব্লকের সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী জনা মুখার্জি, মিতালী মুখার্জী, যুবনেতা গৌতম হালদার, পীযূষ চ্যাটার্জী, অক্ষয় ক্ষেত্রপাল, ছাত্রনেতা সৌম্য চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মহিলা নেত্রী সন্ধ্যা রায়। রাজ্যজুড়ে শিহরণ জাগানো নারী নির্যাতন চলছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় নারীর উপর জেসিবির নির্যাতন মানুষের গায়ে কাঁটা তুলে দিয়েছে। তাঁর নিকট থেকে আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তাই এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

পারুলিয়ায় পানীয় জল প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৭ জুলাই : সম্পূর্ণ বাজার কমিটির অর্থে নির্মিত এক পানীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন হয়। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের অন্তর্গত পারুলিয়া বাজারে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন বাজার কমিটির সহ-সভাপতি কালিশংকর ব্যানার্জি। এই প্রকল্পে শুধু বাজারের ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন বাজার চত্বরে অনুষ্ঠিত উৎসব অংশগ্রহণকারী এবং পথ চলতি মানুষরাও।

'কবিতা ভবনে' কবিতা পাঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ জুলাই : কালীকৃষ্ণ স্মৃতিরক্ষা পরিষদ, কবিতা ভবনের উদ্যোগে কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয় আজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি উৎপল সাহা, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি দেবাশিষ মহান্তি, বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল। অঙ্কিতা তা-এর নৃত্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিন প্রতিভাবান কবি যথা সুকান্ত দে, সুদীপ্ত রায় বর্মণ ও সুশোভন ভট্টাচার্য তাঁদের কবিতা পাঠ করেন। তাঁদের কবিতার আলোচনা করেন যথাক্রমে অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজাতা বংসবণিক ও আবির্ভাব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আমন্ত্রিকা গঙ্গোপাধ্যায়। বহু শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত। অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন বিশ্বাস, কবি নিয়াজুল হক, ফজলুল হক প্রমুখ বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

পাখি-চোখ-৮৫

রত্না রশীদ

এভাবেও উচ্ছেদ সম্ভব! আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের কীভাবে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়, তা হাড়ে-মজ্জায় জানা। কেউ মুখে বলেনি—দূর হও, জেসচার ছিল হিংসা। বাঙালি এতো হিংসা জানে! লাগাতার লাগু হলো এ্যাকশন আফটার এ্যাকশন। এটা ঐতিহাসিক দলিল। নতুন করে আমার বলার বাড়তি কোনো তথ্য নেই।

তবে উচ্ছেদেরও বহুতর তরিকা যে আছে, তা জানতে এতোগুলো বছর বেঁচে থাকতে হলো। কাউকে অবাঞ্ছিত জানাতে—

১) তাকে যেভাবেই পারা সম্ভব এড়িয়ে চলা।
২) মনুষ্য অসহনীয় গ্রুপ কালচার বা পাড়া তথা মহল্লা কালচার গড়ে তোলা যেখানে অবাঞ্ছিত(!)দের ঢুকতে দেওয়া হবে না, যাকে গেঁয়ো বাংলায় বলে 'একঘরে' করা।
৩) তার রুজি রোজগারে বাধা সৃষ্টি করা। কর্মক্ষেত্রটি সরকারি/বেসরকারি যাই হোক না কেন, সংভাবে কাজ করার রাস্তা বন্ধ করে দাও। আপনি পালাবে।
৪) এ্যাডজাস্টমেন্টের চেষ্টায় যদি একটি বারও অসাধুর আঙুল ছোঁয়, ব্ল্যাকমেলিং-এর উৎপাতে পালাতে পথ পাবে না।
৫) প্রতিবেশী তাড়াতে জানলার পাশে শুঁটকি গোড়াও। ধম্মে তো আটকায় না, কালচার।
৬) মাঝে মাঝেই জানালার কাঁচ-শার্সি টিল ছুঁড়ে ভেঙে দাও। পাল্টাতে পাল্টাতে হাল্লাক হয়ে একেবারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।
৭) তাকে কথা বলতে দিও না। যা সে বলবে, প্রতি কথাতেই খুঁত ধরে হেনস্তা করো। হয় মরে যাবে, নয় পালাবে।
৮) তার বাড়িতে বদনামধন্য মাস্তানদের প্রায়শই ভিজিটে পাঠাও।
৯) যে-কোনো গাল-পার্বণ বা তথাকথিত সামাজিক উন্নয়নে চাঁদা তোলার নামে তার ঘাড় ভেঙে অন্য সবার চেয়ে দশ-বিশগুণ বেশি চাঁদা আদায় করো। জোর যার মুল্লুক তার।
১০) পাড়ার সবার জন্য যা এমনি বরাদ্দ, তা তাকে চড়া দাম দিয়ে কিনতে হবে, নইলে চেয়ে চেয়ে দেখবে।

মানুষ এখন অনেক চালাক। এখন আর চোখে দেখা যায় এমন উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চট্ করে এ্যাপ্লাই করে না। তীব্র উচ্চনাদে গান বাজনা বাজায়, বাড়ির সীমানায় মরা কুকুর বেড়াল এনে ফেলে দিলে কেউ জানবে না কি করে মারে এলো, যেতে আসতে তার বাড়ির সামনে থুতু ফেলে যাও—রাস্তা তো সবার, এবার কফ থুতু ফেলতে গিয়ে তার জানালা ভেদ করে বিছানায় পড়লে কি আর করা। পোষা বেড়াল তার বাড়িতে চরতে পাঠাও, হিসি পটিতে বাড়ি নরক দেবে। আরো বহু বহু উচ্ছেদ তরিকা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় সতেজে বেড়ে উঠছে। চোখ না খুললে আর কী করে বা দেখবেন। অন্ধ জনে দেহো আলো মৃতজনে প্রাণ/জীবিত জনে ধরে ধরে করো মুহ্যমান।

এখনো যে বেঁচে আছি, এটাই বোধহয় শেষ কথা।

(চলবে)

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আইন

—প্রথম পাতার পর

কুমার দানার মৃত্যু দুটোর মধ্যেই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। হাথরসে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রায় ১৩০ জনের উপরে মানুষ মারা যান। আর এদিকে খেতুরা গ্রামের জিৎকুমার দানা তাঁরই প্রায় সমবয়স্ক এক তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে খুন হন। আজকের বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে বলে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরকম যেকোনো অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সব সময় মানুষের পাশে থাকবে বলে জানান এবং দেশজুড়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও ধর্মের নামে বুজরুকির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আইন করার জন্য আবেদন জানান।

বিঘা চাষের জমি

—প্রথম পাতার পর

ফসল নষ্ট নয়, রোগ বালাইয়ের কারণ হচ্ছে, আর মারাত্মকভাবে দূষণ হচ্ছে পরিবেশের। বছরকুড়ি আগে যে কাজ শুরু হয়েছিল তারপর আর প্রশাসনের কোন নজর নাই। বিল জমিতে পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলিয়েছেন, তারা এখন অনেকেই দিশেহারা। স্থানীয় মানুষেরা চাইছেন—নিকাশি ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনা করে, স্থায়ী সমস্যার সমাধান করে, বিশাল পরিমাণ কৃষি জমিকে রক্ষা করে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াক পৌর ও রাজ্য প্রশাসন।

পূর্বস্থলীতে রহমান শেখের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত রহমান শেখের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বস্থলীর বড়গাছী গ্রামে। স্মরণসভার শুরুতেই প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত রহমান শেখের স্মৃতিচারণা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনো সোরেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কাজল রায়, রহমান শেখের পুত্র ফিরোজ হাসান শেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত পণ্ডিত। ১৩ মে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে রহমান শেখ প্রয়াত হন।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
রাজ্য চারুকলা পর্ষদ
আয়োজিত

চারুকলা পরিচয় শিক্ষাক্রম ২০২৪

(ART APPRECIATION COURSE)

বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-আলোচকদের বক্তৃতায় সমৃদ্ধ চারুকলা বিষয়ক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিজ কাজের নমুনাসহ সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাক্ষাৎকার
১২ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, ২টো - ৫টা
চারুকলা ভবন (কলকাতা তথ্যকেন্দ্র সংলগ্ন)
১/১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩৫৩১৭

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 280(4)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 05.07.2024

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11 J B Mitra Road Burdwan-713104, Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com Price : Rs. 2/-